Class - VII Bengali (Lit) Date - 04/05/20

আজকের পাঠ - ছেলেবেলা
লেখক - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক পরিচিতি => বই-এর লেখক পরিচিতি অংশটি দেখ।

পাঠের উৎস => রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'ছেলেবেলা' থেকে তোমাদের পাঠ্যাংশটি নেওয়া হয়েছে। 'ছেলেবেলা' গ্রন্থটি ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে (ই° ১৯৪০) গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয়।

পাঠের মূলভাব => রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুবিশাল সাহিত্য সম্ভার থেকে কিছু না কিছু নিশ্চয়ই পড়েছো তোমরা। এই কিংবদন্তী মানুষটি ছেলেবেলায় কিন্তু তোমাদের মতই ছিলেন। তাঁর লেখা বই 'ছেলেবেলা' থেকে অনেকটাই ধারণা পাওয়া যায়। সেই বইয়ের আকর্ষণীয় কিছু অংশ নিয়ে তোমাদের পাঠ্যটি তৈরী হয়েছে। ছেলেবেলায় ঠাকুর বাড়ির কঠোর নিয়ম শিক্ষার মধ্যে চলতে হত ছোট রবিকে। পাঠক্রমের বোঝা যখন তাঁর মাথার ওপর ভার হয়ে চেপে বসত তখন তিনি তাকিয়ে থাকতেন চারপাশের প্রকৃতির দিকে। মানুষজন দেখতেন অবাক হয়ে। বিদ্যালয়ের ধরাবাঁধা শিক্ষা ব্যবস্থা তাঁকে আকৃষ্ট করে রাখতে পারে নি। বিদ্যালয়ের নিষ্প্রাণ শিক্ষাব্যবস্থা পরবর্তীকালে তাঁর দ্বারা সমালোচিত হয়েছিল।

সকাল সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত নীলকমল মাস্টার, সীতানাথ দত্ত এবং হেরম্বতর্করত্নের কাছে ছোট্ট রবির পড়াশোনা চলত। অবশ্য ইচ্ছার থেকে অনিচ্ছার ভাগটাই ছিল বেশি। এরই মাঝে তাঁর নজর চলে যেত আশেপাশের লোকজনের দিকে। বাড়ন্তবেলায় সূর্য উপরে উঠে গিয়ে ন'টা পর্যন্ত পৌঁছালে স্কুল যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হত। স্কুলকে আন্দামানের জেলের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তারপর স্কুল থেকে ফিরে শরীরচর্চা, আঁকা শেখা চলত। এরপর যখন তিনি পড়তে বসতেন অঘোর মাস্টারের কাছে তখন ঘুমে ঢুলে পড়তেন।

~ প্রশ্নাবলী ~

শব্দার্থ => ফসকিয়ে - হাতছাড়া হওয়া, উদাস - বিষন্ন, আঙিনা - উঠান, নিছক - একান্ত/নিতান্ত, ক্যাপিটাল - বড় অক্ষর (পাঠ্য অনুযায়ী)

পদ পরিবর্তন => বিজ্ঞান - বৈজ্ঞানিক, স্বপ্ন - স্বাপ্নিল, গণিত - গাণিতিক
শহর - শহুরে, সাহিত্য - সাহিত্যিক, উদাস - উদাসী,
সুখ - সুখী, তত্ত্ব - তাত্ত্বিক, স্বাস্থ্য - সুস্থ

Scanned with CamScanner

• 'যে ঝাঁটা একদিন ধুলো জমিয়েছিল, সেই ঝাঁটাই দিয়েছিল ধুলো উড়িয়ে।'

কে কেন এই মন্তব্য করেছেন? ধুলোর মধ্যে লেখক কি করেছিলেন? ধুলো উড়ে যাবার পরিনাম কি হয়েছিল?

উঃ) উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'ছেলেবেলা' নামক আত্মজীবনী জীবনীমূলক রচনা থেকে গৃহীত। কঠোর নিয়ম নিষ্ঠার বেড়াজালে আবদ্ধ গতানুগতিক পড়াশোনার ভারে যখন লেখকের মন ভারাক্রান্ত, মন তখন আপন খেয়ালে বাইরে ঘুরে বেড়াত। সেই ফাঁকেই বারান্দার এককোণে ঝাঁট দিয়ে জমানো ধুলোর মধ্যে তিনি আতার বীজ পুঁতেছিলেন। সেই বীজ সম্পর্কেই এই উক্তিটি তিনি করেছেন।

ধুলোর মধ্যে লেখক আতার বীজ পুঁতেছিলেন এবং কবে তার থেকে কচি পাতা বেরোবে তা দেখার জন্য তাঁর মন ছটফট করত। বীজ থেকে যে গাছ হতে পারে—এ কথা মনে করে তাঁর মনে ভারি বিস্ময় ও ঔৎসুক্য জন্মিত।

লেখক খুব আশা নিয়ে বারান্দায় জমা করা ধুলোর মধ্যে আতার বীজ পুঁতেছিলেন। নীলকমল মাস্টার উঠে গেলেই তিনি ছুটে দেখে আসতেন যে সেই বীজ থেকে কচি পাতার আগমন হল কি না এবং সেই ফাঁকে জলও দিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যে ঝাঁটার দ্বারা ধুলো জমানো হয়েছিল সেই ঝাঁটা দিয়েই বীজ সমেত ধুলো উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল

~ বাড়ীর কাজ ~

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী (১ থেকে ৮)

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী (১, ৩, ৪, ৫, ৬)

৩। নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী (১, ২, ৫, ৮, ৯)

———o———

Scanned with CamScanner

Class - VII | Bengali (Lit) | Date - 04/05/20

আজকের পাঠ - যশের মন্দির

কবি - মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কবি পরিচিতি ⇒ (গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলি দেওয়া হল) মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি, নাট্যকার এবং প্রহসন রচনাকার। তাঁকে বাংলা নবজাগরণ সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব - হিসেবে গণ্য করা হয়। মাদ্রাজে থাকাকালীন তিনি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ The Captive ladie এবং দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ Vision of past প্রকাশিত হয়। তিনি বাংলা ভাষায় সনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল — নাটক - 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী'; প্রহসন - 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ'; কাব্য - 'মেঘনাদ বধ কাব্য', 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'; গীতিকাব্য - 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য'; সনেট - 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (মধুসূদনের শেষ কাব্য)

চতুর্দশপদী (সনেট) ⇒ চতুর্দশপদী হল এক ধরণের কবিতা যার প্রথম উদ্ভব হয় মধ্যযুগে ইতালিতে। এর বৈশিষ্ট্য হল এই কবিতাগুলো ১৪ টি চরণে সংগঠিত এবং প্রতিটি চরণে সাধারণভাবে ১৪ টি করে অক্ষর থাকবে। প্রথম আটটি চরণের স্তবককে অষ্টক এবং পরবর্তী ছয় চরণের স্তবককে ষষ্টক বলে। অষ্টকে থাকে কবির একটি ভাবের প্রবর্তনা এবং ষষ্টকে থাকে সেই ভাবের পরিণতি।

বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচনার কৃতিত্ব মাইকেল মধুসূদন দত্তের। 'চতুর্দশপদী' নামটি কবিরই দেওয়া।

পাঠের উৎস ⇒ 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' থেকে তোমাদের পাঠ্য কবিতাটি গৃহীত হয়েছে। এই কবিতাগুলিতে কবির চিত্তের ব্যাকুলতা, স্বদেশ প্রেম ও আবেগ ধ্বনিত হয়েছে।

কবিতার মূলভাব ⇒ ১৮৬৬ সালে মধুসূদনের শেষ কাব্য 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' প্রকাশিত হয়। নাম - যশ - খ্যাতি অর্জন করার জন্য তিনি বিদেশে পাড়ি দেন। কিন্তু বিদেশে তিনি সেইরূপ খ্যাতি অর্জন করতে বিফল হন। সেই মানসিক উদ্‌ভ্রান্তির সময়ে বিদেশি সনেটের আদর্শে তিনি অনেকগুলি বাংলা সনেট লেখেন। এই নশ্বর পৃথিবীতে মানুষের তৈরী সব জিনিসই ক্ষণস্থায়ী, একমাত্র মানুষ নিজের কর্মের দ্বারা যে খ্যাতি, সম্মান, শ্রদ্ধা লাভ করেন — সেইগুলিই বেঁচে থাকে। অনেক মানুষই এই কীর্তিস্থাপন এর জন্যে উৎসুক হয়ে পড়ে। কবিও স্বপ্নে এই দুরারোহ সুউচ্চ যশের মন্দিরটি

Scanned with CamScanner

দেখেছেন। তিনিও জগতের মানুষের কাছে নিজের কর্মের দ্বারা অমর হয়ে থাকতে চান। মানুষের মনে স্থান করে নিতে চান। স্বপ্নে তিনি দেখলেন জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারতীকে। দেবী তাঁকে বললেন স্বয়ং দেবী যদি অনুগ্রহ না করেন তাহলে কারুর পক্ষেই যশলাভ করা সম্ভব নয়। তাই এই যশ লাভ করার পথ সহজ নয় অনেক বাধা বিপত্তি রয়েছে — কবি নিজেও তা জানেন।

~ প্রশ্নাবলী ~

শব্দার্থ => বহুবিধ - নানা প্রকার, অশক্ত - অক্ষম / অপারগ, বিফল - অসমর্থ, অতি তুঙ্গ - সুউচ্চ, ভারতী - সরস্বতী দেবী, মায়াবলে - যার সত্যকারের অস্তিত্ব নেই।

পদ পরিবর্তন => সাধ্য - সাধ্যতা, হৃদয় - হার্দিক, কঠোর - কঠোরতা, মন - মানসিক, বুদ্ধ - বোধ, মায়া - মায়াবী, দুর্গম - দুর্গমতা।

⊜ 'ওরে বাছা, না দিলে শকতি
আমি, ও দেউলে কার সাধ্য উঠিবারে ?'

— কে, কাকে, কখন একথা বললেন ? কিসের দেউল ? বক্তা শক্তি দিলে কি হয় ? না দিলেই বা কি হয় ?

উঃ) উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা 'যশের মন্দির' নামক কবিতা থেকে গৃহীত। মানুষ এই জগতে নিজের কৃতকর্মের দ্বারা অমর হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে এই স্থান করে নেওয়ার পথটি সহজ নয়। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এইরূপ যশের অধিকারী হতে চেয়েছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন সেই সুউচ্চ যশের মন্দিরটি, যেখানে পৌঁছানো সহজ নয়। সেই মন্দিরের সিঁড়ি খুবই সরু, ওপরে ওঠার পথে অজস্র বাধা। তাও মানুষ সেই যশের মন্দিরে ওঠার চেষ্টা করছেন। তখন দেবী ভারতী কবিকে একথা বলেছিলেন।

এখানে নাম - যশ - কীর্তিরূপ দেউলের কথা বলা হয়েছে।

দেবী ভারতী হলেন বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাই বক্তা কবিকে বলেছিলেন যে মানুষ ইচ্ছে করলেই যশের অধিকারী হতে পারে না যতক্ষণ না পর্যন্ত দেবীর অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি এই অনুগ্রহপ্রাপ্ত হন তিনি যুগে যুগে আপামর জনসাধারণের অন্তরে

Scanned with CamScanner

চিরবসতি করেন। অর্থাৎ মহাশক্তিমান যমও তাঁকে ছুঁতে পারে না। তাঁর কীর্তি যুগে যুগে মানুষের মনে স্থান করে নেয়।

~ বাড়ির কাজ ~

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলী (১ থেকে ৭)

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলী (১, ২)

৩। নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী (২, ৩, ৪)

৪। কবির নামসহ কবিতাটি মুখস্থ করবে।

—— ০ ——

Scanned with CamScanner

Class - VII

Bengali (Long)

অধ্যায় - ৯ - পূর্ণাঙ্গ ব্যঞ্জনসন্ধির সূত্রাবলি ও উদাহরণ
(১ থেকে ৬ পর্যন্ত সূত্র ও উদাহরণ)

অধ্যায় - ২ - ণত্ব ও ষত্ববিধানের সাধারণ নিয়ম
(ণত্ববিধানের ১ থেকে ৪ পর্যন্ত সূত্র ও উদাহরণ)

অধ্যায় - ১০ - পদ পরিবর্তন (৬৭ পাতা) অনু থেকে উপভোগ্য পর্যন্ত

অধ্যায় ১১ - বিপরীতার্থক শব্দ (৭২ পাতা) অংশ থেকে বাহির পর্যন্ত

অধ্যায় ১২ - এক কথায় প্রকাশ (৭৭ পাতা)
আংশা আছে যার - আংশী থেকে এক মাতার গর্ভে যার - জন্ম - সহোদর পর্যন্ত

অধ্যায় ১৩ - প্রায় - সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ (৮২ পাতা)
আংশা - ভাগ থেকে কূজন - মন্দলোক
অংশা - কাঁধ কূজন - পাখির কাকলি পর্যন্ত।

বাড়ির কাজ

১। সন্ধি কাকে বলে? সন্ধি কয় প্রকার ও কী কী?

২। ব্যঞ্জনসন্ধির সংজ্ঞা দাও। উদাহরণ দাও।

৩। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :- রবিচ্ছায়া, পরিচ্ছদ, বিচ্ছিন্ন, দিগ্‌ভ্রম, ষড়দর্শন, কৃদন্ত, উচ্ছেদ, উচ্চারণ, যাবজ্জীবন, উজ্জ্বল, তট্টীকা, উড্ডীন।

৪। ণত্ব বিধান কাকে বলে? ণত্ব বিধানে যেকোনো তিনটি নিয়ম উল্লেখ করে উদাহরণ দাও।

৫। বানান গুলো শুদ্ধ করে লেখ :- পরিবহন, ঘৃনা, জীর্ন, গ্রহন, নির্নয়, পরিনতি, ঘন্টা, বর্ন্টন।

৬। (অধ্যায় ১০, ১১, ১২, ১৩) মুখস্থ করে খাতায় অভ্যাস করবে।

Scanned with CamScanner

কারক

কারক সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পরের পাঠগুলিতে দেওয়া হবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য কারকের সাধারণ আলোচনা এখানে দেওয়া হল।

একটি উদাহরণ দিয়ে শুরু করা যাক —

খোকাটি মাঠে খেলছে।
↓ ↓
কর্তা ক্রিয়া

এখানে খোকাটি অর্থাৎ কর্তা, খেলা নামক কাজটি সম্পন্ন করছে। লক্ষ্য করে দেখ এখানে ক্রিয়াপদের সঙ্গে কর্তার একটি সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্ককেই আমরা বলি কারক।

কারক শব্দের অর্থ হল 'যে ক্রিয়া সম্পাদন করে'। অর্থাৎ বাক্যে ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্যান্য পদের (বিশেষ্য, সর্বনাম) যে সম্পর্ক তাকেই কারক বলে।

কারক ছয় প্রকার —

১. কর্তৃকারক।
২. কর্মকারক।
৩. করণ কারক।
৪. নিমিত্ত কারক।
৫. অপাদান কারক।
৬. অধিকরণ কারক।

প্রশ্ন

১. কারক কাকে বলে? কারক কয় প্রকার ও কী কী? কারক শব্দের অর্থ কী?

Scanned with CamScanner